বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

৩য় অধ্যায় ঃ- রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব:বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

মডেল প্রশ্ন-০১

বৃটিশ শাসনাধীন এ অঞ্চলে (বাংলাদেশ) জনাব 'ক' জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের দ্বারা কৃষকদের শাষণ ও অত্যাচার দেখে কথিত হন। লোভনীয় সরকারি চাকরি থেকে নিজেকে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতিতে যোগদান করেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষকদের কল্যানে বিভিন্ন আইন পাস হয়। এর ফলে কৃষকদের আর্থ–সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

ক) বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয় কাকে ? ১

খ) ফরাযেজী আন্দোলন কি ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকের জনাব 'ক' এর সাথে বাংলাদেশের কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মিল রয়েছে ? কৃষকদের কল্যানে তার গৃহীত পদক্ষেপ গুলো আলোচনা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ঐতিহসিক ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রঃ উঃ (ক)

নবাব আবদুল লতিফকে বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয়।

১নং প্রঃ উঃ (খ)

হাজী শরীয়তুল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ইসলামি সংস্কার আন্দোলন ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

আরবি 'ফরজ' থেকে ফরায়েজি শব্দের উৎপত্তি এর অর্থ অবশ্য করণীয়। হাজী শরীয়তুল্লাহ লক্ষ্য করেন তার দেশের মুসলমানরা পীর পূজা, কবর পূজা, ওরস মানত ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ব্যস্ত। তিনি মুসলমানদের এসব কাজকে কুসংস্কার ও অনাচার বলে আখ্যা দেন। এসব কুসংস্কার থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য তিনি ধর্মীয় সংস্কারে যে আন্দোলনের ডাক দেন তাই ফরায়েজী আন্দোলন।

১নং প্রঃ উঃ (গ)

উদ্দীপকে 'ক' এর সাথে বাংলার কৃতি সন্তান কৃষকদে মুক্তির অগ্রদূত শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হকের মিল রয়েছে।

তিনিই সর্বপ্রথম উপলদ্ধি করেন বাঙ্গালী জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৃষক সমাজের উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। তাই কৃষক প্রজা শ্রেনীর উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেন। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো––

(এ পর্যায়ে বই থেকে সংক্ষেপে কৃষকদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন আইন ও পদক্ষেপ গুলো লিখবে)

১নং প্রঃ উঃ (ঘ)

ডাল ভাতের রাজনীতির প্রবক্তা, বাঙ্গালী হৃদয়ের একান্ত আপনজন, বাঙ্গালি জাতীয়তাদের অগ্রদুত শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক ছিলেন একটি রাজনৈতিক বটবৃক্ষ। ব্রিটিস ভারতের রাজনীতি বিশেষ করে তদানিন্তন অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাঙ্গালির প্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হকের রাজনৈতিক অবদান ছিল নিম্নরূপঃ-

(এ পর্যায়ে বই থেকে সংক্ষেপে তার রাজনৈতিক অবদান সমূহ লিখবে)।

সবশেষে লিখবে

আচার্য প্রকুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন যে, মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক একজন খাঁটি বাঙ্গালী ও খাটি মুসলমান। এ দুটি গুন তার মধ্যে যতটা দেখা যায় এরূপ আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। বাঙ্গালির পৃথক অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন। সেটিরই বাস্তব রূপ আজকের বাংলাদেশ। সেই কারনে বলা হয় লাহোর প্রস্তাবের মাঝেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

৩য় অধ্যায় ঃ- রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব: বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

মডেল প্রশ্ন-০২

মি: 'ক' ছিলেন পাকিস্তানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের স্রষ্টা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শক্তিশারী বিরোধী দল ছাড়া গনতন্ত্র অর্থহীন, বুলেটের চেয়ে ব্যালটই শক্তিশালী। গনতন্ত্র ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্র। এ জন্য তাকে 'গনতন্ত্রের মানসপুত্র' বলে অভিহিত করা হয়।

ক) মজলুম জননেতা বলা হয় কাকে? ১

খ) বেঙ্গল প্যাক্ট বলতে কি বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকের মি: 'ক' কে গনতন্ত্রের মানস পুত্র বলা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ) উদ্দীপকের উক্ত ব্যক্তির রাজনৈতিক অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

২নং প্রঃ উঃ (ক)

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানীকে মজলুম জননেতা বলা হয়।

২নং প্রঃ উঃ (খ)

হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি সুদৃঢ় করা ও উন্নয়নের জন্য ১৯২৩ সনে চিত্তরঞ্জন দাস যে চুক্তি সম্পাদন করেন তাই বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত।

এই চুক্তিতে ভারতীয় জাতিয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দকে হিন্দু মুসলমানদের দাবি দাওয়াগুলোর প্রশ্নে একটি চুক্তি সম্পাদনে সম্মত করেন চিত্তরঞ্জন দাস। এতে পশ্চাদপদ মুসলিম জনগনের স্বার্থ সংরক্ষন ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভক্ত করা হয়েছিল। মূলত, হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির মাধ্যমে স্বরাজ প্রতিষ্ঠাই তার মুল লক্ষ্য ছিল।

২ন প্রঃ উঃ (গ)

উদ্দীপকের 'ক' বলতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বোঝানো হয়েছে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বর্ণাঢ্য এক রাজনৈতিক জীবন ছিল। সেটি পর্যালোচনা করলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

উদ্দীপকে মি: 'ক' ছিলেন পাকিস্তান বিরোধী রাজনৈতিক দলের স্রষ্টা। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক গনতন্ত্রমনা রাজনীতিবিদ। এজন্য তাকে 'গনতন্ত্রের মানসপুত্র' বলা হয়েছে। মি: 'ক' এর মতো হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গণতান্ত্রিক সমাজ অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নবাজ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল গণতন্ত্র। আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল হাতিয়ার হলো রাজনৈতিক দল। তাইতো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের গন বিরোধী কর্মকান্ডকে প্রতিহিত করে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মানসে আওয়ামিলিগের মত অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। বুলেটের চেয়ে ব্যালটই শক্তিশালী– এটিই ছিল তার একমাত্র বিশ্বাস।

গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ছিল তার একমাত্র ভরসা। জনগনের ব্যয়ের প্রতি তিনি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গনতন্ত্রের প্রতি তার এরূপ শ্রদ্ধাবোধের জন্য তাকে গনতন্ত্রের মানসপুত্র বলে আখ্যায়িত করা যৌক্তিক।

২নং প্রঃ উঃ (ঘ)

'ক' দ্বারা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথাই বলা হয়েছে।

(এ পর্যায়ে বই থেকে তার রাজনৈতিক অবদান গুলো লিখবে)।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

৩য় অধ্যায় ঃ- রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব: বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

মডেল প্রশ্ন-০৩

ব্যক্তিত্ব ‘ক’ নবাব পরিবারে জন্মগ্রহন করে ও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নে আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

ব্যাক্তিত্ব ‘খ’ এক ক্ষণজন্মা রাজনীতিবিদ। নিজেকে বাঙালি বলতে গর্ববোধ করতেন। যার প্রধান লক্ষ ছিল স্বরাজ প্রতিষ্ঠা।

ক) নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পুরোধা বলা হয় কাকে? ১

খ) মাওলানা আবদুল হামিদ খান কিভাবে মাওলানা ভাষানী নামে পরিচিতি লাভ করেন ? ২

গ) ব্যক্তিত্ব ‘ক’ পূর্ব বাংলার জনগনের ভাগ্যোন্নয়নে যে অবদান রেখেছিলেন তা মূল্যায়ন কর । ৩

ঘ) ব্যক্তিত্ব ‘খ’ বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? স্ব-রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে প্রদক্ষেপ গুলো গ্রহন করেছিলেন তা আলোচনা কর। ৪

৩নং প্রঃ উঃ (ক)

নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পুরোধা বলা হয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে।

৩নং প্রঃ উঃ (খ)

মাওলানা ভাষানীর জন্ম হয় অতি দরিদ্র একটি পরিবারে। বাল্যকালে মা-বাবাকে হারিয়ে তিনি এক অসহায় জীবন যাপন করেন। তাই মজলুলের কষ্ট তিনি হাঁড়ে হাঁড়ে বুঝতেন। ফলে, তিনি সারাজীবন অত্যাচার, শোষন ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন।

টাঙ্গাইলের জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি সেখান থেকে বিতাড়িত হন এবং আসামে চলে যান। সেখানে তিনি ব্রিটিস ও অসমীয় জাতি গোষ্ঠীর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেন। কৃষকদের নিয়ে তিনি আসামের ধুবড়ি মহকুমার ভাষান চড়ে এক বিশাল কৃষক সম্মেলন করে কৃষকদের পক্ষে ভাষন দেন। সেদিন থেকে কৃষকরা তাকে ভাষান চড়ের মাওলানা উপাধি দেয়। সেই থেকে তিনি ভাষানী।

৩নং প্রঃ উঃ (গ)

‘ক’ ব্যক্তিত্ব হলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। নবাব সলিমুল্লাহ জন্ম গ্রহন করেছিলেন সোনার চামচ মুখে দিয়ে। কিন্তু নবাব পরিবারের বিলাস ব্যাসন, আরাম-আয়েশ লোভনীয় চাকরি কোন কিছুই তাকে পূর্ব বাংলার ভাগ্যহত মুসলমান জনগনের নিকট থেকে দুরে সরিয়ে রাখেনি।তাই তদানীন্তন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ-সংরক্ষনে তিনি অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

(এ পর্যায়ে তার রাজনৈতিক অবদান ও শিল্পক্ষেত্রে অবদান সংক্ষেপে লিখবে)

৩নং প্রঃ উঃ (ঘ)

‘খ’ ব্যক্তিত্ব হলেন চিত্তরঞ্জন দাস।।

চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক নেতা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে বাংলা ততা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। হিন্দু মুসলিম ঐক্যের লক্ষে তিনি বেঙ্গল প্যাকট করেন।

(এ পর্যায়ে বেঙ্গল প্যাকট কি তা সংক্ষেপে লিখবে।)

(সর্বশেষে স্বরাজদল গঠন নিয়ে আলোচনা বই থেকে লিখবে)

সর্বশেষে লিখবে:- ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাকট' ও হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে এবং পশ্চাদপদ বাঙালি মুসলিম জনগনের স্বার্থ সংরক্ষনে ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু তার অকাল মৃত্যুর ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

৩য় অধ্যায় ঃ- রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব: বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

মডেল প্রশ্ন-০৪

আধুনিক গনতান্ত্রিক বিশ্বে জর্জ ওয়াশিংটন প্রজ্ঞা, বাগ্মীতা দূরদৃষ্টি ইত্যাদি কারনে চিরস্মরনীয়। ঔপনিবেশিক শাষনের বিরুদ্ধে নিজ দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অপরিসীম। এ কারনে জাতি তার কাছে ঋনী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তেমনি এক নেতার অবদান জাতি চিরকাল স্মরন করবে।

ক) মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি গঠন করেন কে? ১

খ) বারাসাত বিদ্রোহ কি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকের নেতার সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন নেতার সাদৃশ্য রয়েছে - ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উক্ত নেতার বলিষ্ট ও আপোষহীন নেতৃত্ব বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল- উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রঃ উঃ (ক)

নবাব আব্দুল লতিফ।

৪নং প্রঃ উঃ (খ)

তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন ছিল অত্যাচারি নীলকর বনিক ও স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে। তিনি ইংরেজ সরকারের নিকট বহুবার নালিস দেন। কিন্তু কোন সুরাহা না পেয়ে ১৮২৫ সালে ৮৩ হাজার কৃষক সেনাকে নিয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন। তিনি ঘোষনা করেন তিতুমির এখন এদেশের নবাব। দেশের সকল প্রজাই স্বাধীন। কৃষকরাই এদেশের জমির মালিক। আমরা ইস্ট ইন্ডিয়া শাষন মানি না। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিতুমিরের এই বিদ্রোহই ইতিহাসে বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

৪নং প্রঃ উঃ (গ)

উদ্দীপকের নেতার সাথে হাজার বছরের শ্রেষ্ট বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাদৃশ্য রয়েছে ।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাকে বারবার পরাধীনতার গ্লানি বহন করতে হয়েছে। ংলা কখনো দিল্লীর অধীনতা আবার সিরাজদৌলার পতনের ফলে বৃটিশদের অধীনতা। ১৯৪৭ এ ভারতীয় উপমহাদেশ বিরক্ত হয়ে স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টি হলে ও বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্খা আর পূরন হয়নি। বরং ঔপনিবেশিক কায়দায় পাকিস্তানিরা বাঙালির ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছে। প্রায় ২৪ বছরের পাকিস্তানী শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে এসেছিলেন এক সপ্নদ্রষ্টা। যার প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও বাগ্মীতা বাংলার জনগনকে জীবন তুচ্ছ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে প্রেরণা যুগিয়েছিল।১৯৭১ এর ৭ই মার্চের ভাষন ছিল তার মাইল ফলব স্বরুপ। যে ভাষন শুনে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজউইক পত্রিকা তাকে রাজনীতির কবি হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন।

তিনি হলেন সেই অকুতভয় রাজনীতিবিদ যিনি প্রতিনিয়ত বন্দুকের নলের মুখে থেকে ও বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আপোষ করেন নি। তার একটাই স্বর ছিল পরাধীন বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার সাধ পাইয়ে দেয়া তার সেই প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ়তা সফল হলো আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ।

<u>৪নং প্রঃ উঃ (ঘ)</u>

রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে শেখ মুজিব,
ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব,
ছয়দফা কর্মসূচী ও শেখ মুজিব,
অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু,

উপরোক্ত বিষয়গুলো মোজাম্মেল হকের বই থেকে সংক্ষেপে লেখবে।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

৩য় অধ্যায় ঃ- বাংলাদেশেল বৈদেশিক নীতি

মডেল প্রশ্ন-০৫

'ক' একটি গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এতে নির্দিষ্ট সময় পর পর জনগন রাষ্ট্র পরিচলনার জন্য প্রতিনিধি বাছাই করে। বর্তমান যুগ প্রতিনিধিত্ব মূলক গনতন্ত্রের যুগ। তাই প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জনগনের অংশগ্রহন গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। গনতন্ত্রকে সফল করার ক্ষেত্রে এটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ক) বাংলাদেশে প্রথম সংসদ নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ? ১

খ) নির্বাচক মন্ডলী বলতে কী বোঝায় ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) প্রতিনিধি বাছাইয়ের পদ্ধতিকে কী বলে? বাংলাদেশে এর কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে আলোচনা কর। ৩

ঘ) জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জনগনের অংশগ্রহন গুরুত্বপূর্ণ - উদ্দীপকের কথাটি মূল্যায়ন কর।। ৪

৫নং প্রঃ উঃ (ক)

১৯৭৩ সালে ৭মার্চ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৫নং প্রঃ উঃ (খ)

ভোটারদের সম্মিলিত ভাবে নির্বাচক বলা হয়ে থাকে।

প্রতিনিধি নির্বাচন করার জন্য ভোটাধিকার প্রাপ্ত জনগন যারা ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে তারাই নির্বাচক মন্ডলী। নির্বাচনমন্ডলী বা ভোটারদের সমর্থন নিয়েই রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠন করে। এ অর্থে ভোটাধিকার প্রাপ্ত সকল ব্যক্তিই নির্বাচকমন্ডলী।

৫নং প্রঃ উঃ (গ)

প্রতিনিধি বাছাইয়ের পদ্ধতিকে নির্বাচন বলা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলা হয়েছে

(এ পর্যায়ে বই থেকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবহার বৈশিষ্ট্য লিখবে)

৫নং প্রঃ উঃ (ঘ)

গনতন্ত্রের মূলভিত্তি হচ্ছে নির্বাচন ও নির্বাচকমন্ডলী। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জনগন তথা ভোটাররা মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। জনগনের অংশগ্রহন ছাড়া নির্বাচন সফল হয় না। জনগন দ্বারা নির্বাচিত না হলে তাদের জনপ্রতিনিধি বলার সুযোগ থাকে না। কেননা, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগন তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। তাই প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জনগনের সক্রিয় অংশগ্রহন গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য।

(এ পর্যায়ে বই থেকে সংক্ষেপে নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা ও নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহনের গুরুত্ব লিখবে। প্রত্যেক বিষয় আলাদা বা প্যারা ভাগ করে লিখবে।)